গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান নীতিমালা, ২০১৩

২০১৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

০১. পটভূমি ১

০২. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ১

০৩. প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ১

০৪. সংজ্ঞা ১

০৫. ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ ২

০৬. সাধারণ নিয়মাবলী ২

১) 'উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত' বিশেষ বিধান ২

২) ভাতার হার নির্ধারণ ২

৩) ভাতার জন্য আবেদন ২

৪) ভাতা প্রদান পদ্ধতি ৩

৫) ভাতা বই ইস্যু ৩

৬) ব্যাংক হিসাব নম্বর সরবরাহ ৩

৭) সমঝোতা স্মারক সম্পাদন ৩

৮) একাধিক ভাতা প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিধান ৩

৯) একাধিক খেতাবপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ভাতা নির্ধারণ ৩

১০) ভাতার অংশ নির্ধারণ ৩

১১) ভাতা মঞ্জুরের সময়সীমা ৩

১২) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীগণের তথ্য ৪

১৩) ভাতা প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ৪

১৪) ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা ৪

০৭. ব্যতিক্রম ৪

০৮. নীতিমালা সংশোধন ৪

সংযোজনী সমূহ

০৯. তফসীল-১ ৫

১০. তফসীল-২ ৭

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত গেজেট-এর মাধ্যমে ০৪ (চার) টি খেতাবপ্রাপ্ত বীর শ্রেষ্ঠ- ০৭ (সাত) জন, বীর উত্তম- ৬৮ (আটষট্টি) জন, বীর বিক্রম- ১৭৫ (একশত পঁচাত্তর) জন ও বীর প্রতীক- ৪২৬ (চারশত ছাব্বিশ) জন সর্বমোট- ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রেক্ষাপটে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে সুষ্ঠুভাবে ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল ঃ

২. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :**

এ নীতিমালা "মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান নীতিমালা, ২০১৩" নামে অভিহিত হবে;

৩. **প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ :**

ক) মুক্তিযুদ্ধে 'বীর শ্রেষ্ঠ' (মরণোত্তর) খেতাবপ্রাপ্ত ০৭ (সাত) জন শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা;

খ) মুক্তিযুদ্ধে 'বীর উত্তম' খেতাব প্রাপ্ত ৬৮ (আটষট্টি) জন (শহীদ/ জীবিত) বীর মুক্তিযোদ্ধা;

গ) মুক্তিযুদ্ধে 'বীর বিক্রম' খেতাব প্রাপ্ত ১৭৫ (একশত পঁচাত্তর) জন (শহীদ/ জীবিত) বীর মুক্তিযোদ্ধা;

ঘ) মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাব প্রাপ্ত ৪২৬ (চারশত ছাব্বিশ) জন (শহীদ/ জীবিত) বীর মুক্তিযোদ্ধা।

৪. **সংজ্ঞা :**

ক) 'মন্ত্রণালয়/ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়' বলতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝাবে;

খ) 'ট্রাস্ট' বলতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে বুঝাবে;

গ) 'সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ' বলতে Armed Forces Division (AFD) কে বুঝাবে;

ঘ) 'সশস্ত্র বাহিনী' বলতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যদের বুঝাবে;

ঙ) 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' বলতে সাবেক ইপিআর, সাবেক বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) ও বর্তমান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যদের বুঝাবে;

চ) 'পুলিশ' বলতে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বুঝাবে;

ছ) 'আনসার' বলতে বাংলাদেশ আনসার বাহিনীর সদস্যদের বুঝাবে;

জ) 'বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা' বলতে (ঘ) থেকে (ছ) উপানুচ্ছেদে বর্ণিত বাহিনীর সদস্য ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বুঝাবে;

ঝ) 'উত্তরাধিকারী/নির্ভরশীল' বলতে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্ত্রী-স্বামী/পুত্র-কন্যা/ পিতা-মাতা এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা অবিবাহিত হলে পিতা-মাতার অবর্তমানে সহোদর ভাই বোন (বিবাহিত/অবিবাহিত যে কোন বয়স নির্বিশেষে) কে বুঝাবে।

৫. **ভাতা বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ :**

ক) সশস্ত্র বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;

খ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)র খেতাবপ্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;

গ) পুলিশ ও আনসার বাহিনীর খেতাবপ্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ও

ঘ) 'বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা' খেতাবপ্রাপ্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ভাতা প্রদান করবে। খেতাবপ্রাপ্ত যে সকল বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তীতে সশস্ত্র বাহিনী/বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন, সে সকল খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা স্ব স্ব বাহিনীর ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৬. **সাধারণ নিয়মাবলী :**

(১) 'উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত' বিশেষ বিধান :

অন্য কোন বিধানে যাই বলা হোক না কেন, এ নীতিমালা অনুযায়ী খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকারী যদি সহোদর ভাই-বোন বা পুত্র-কন্যা হন সে ক্ষেত্রে সকল সহোদর ভাই-বোন বা পুত্র-কন্যা সমহারে ভাতার অংশীদার হবেন।

(২) ভাতার হার নির্ধারণ :

মুক্তিযুদ্ধকালীন সাহসিকতা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ (চার) টি শ্রেণীভুক্ত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ হারে মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে।
সরকার সময়ে সময়ে এ ভাতার হার পরিবর্তন করতে পারবে।

ক্রমিক নং	খেতাবের নাম	ভাতার হার
১	বীর শ্রেষ্ঠ	১২,০০০/-
২	বীর উত্তম	১০,০০০/-
৩	বীর বিক্রম	৮,০০০/-
৪	বীর প্রতীক	৬,০০০/-

(৩) ভাতার জন্য আবেদন :

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকারীকে ভাতার জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম (তফসীল-১) এবং তথ্য ফরম (তফসীল-২) পূরণ করে স্ব স্ব প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ/অফিস/সংস্থার নিকট জমা দিতে হবে। আবেদন ও তথ্য ফরমের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে। তফসীল-১ ও তফসীল-২ নীতিমালার অংশ হিসেবে গণ্য হবে। আবেদনপত্র ভাতা প্রত্যাশীদের

(৪) ভাতা প্রদান পদ্ধতি :

ভাতা 'মাসিক' ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

(৫) ভাতা বই ইস্যু :

ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারীকে বিনা মূল্যে ভাতার বই ইস্যু করা হবে।

(৬) ব্যাংক হিসাব নম্বর সরবরাহ :

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকের যে শাখা হতে আবেদনকারী ভাতা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যাংকে সে শাখায় একটি হিসাব খুলে হিসাব নম্বর ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে।

(৭) সমঝোতা স্মারক সম্পাদন :

ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং নির্ধারিত ব্যাংকের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হবে। সমঝোতা স্মারকে উল্লিখিত শর্তসমূহ ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, ভাতাভোগী এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই পালন করতে হবে।

(৮) একাধিক ভাতা প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিধান :

অন্য কোন বিধানে যাই বলা থাকুক না কেন মহান মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যুদ্ধাহত ভাতা অথবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভাতা প্রাপ্ত হলেও এ ভাতা প্রাপ্য হবেন। তবে যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পান তাঁরা খেতাবপ্রাপ্ত ভাতা গ্রহণ করলে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(৯) একাধিক খেতাবপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ভাতা নির্ধারণ :

কোন মুক্তিযোদ্ধা একাধিক খেতাবপ্রাপ্ত হলে তাঁকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ খেতাবের জন্য নির্ধারিত হারে ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(১০) ভাতার অংশ নির্ধারণ :

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারীগণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমহারে ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(১১) ভাতা মঞ্জুরের সময়সীমা :

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ভাতা সংক্রান্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে ভাতা প্রদানের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি করতে হবে।

(১২) খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও উত্তরাধিকারীগণের তথ্য :

খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁর উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণের তথ্য ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে আবেদন পত্রের সঙ্গে সংযোজিত তথ্য ফরম (তফসীল-২) যত্ন সহকারে পুরণ করতে হবে যাতে সঠিক তথ্যসমূহ যথাযথ ভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে। অসত্য তথ্য সরবরাহ করা হলে কর্তৃপক্ষ তার দায় বহন করবে না।

(১৩) ভাতা প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম :

ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক এ্যাডভাইস অনুসারে প্রদেয় ভাতা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব শাখার মাধ্যমে বিবেচ্য মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ভাতা ভোগীদের হিসাব নম্বরে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

(১৪) ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা :

রাষ্ট্রের আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে সাজা প্রদান করা হলে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারী ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্য বলে গণ্য হবেন।

৭. ব্যতিক্রম :

এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন বিষয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা হবে।

৮. নীতিমালা সংশোধন :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের ভিত্তিতে এ নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাবে।

৯. এই নীতিমালা জারির তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী
সচিব
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংশ্লিষ্ট অফিসের নাম

.....

.....

বরাবর,

.....

.....

.....

বিষয় ঃ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্মানী ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী/আমার ..... মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণকারী একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ন স্বীকৃতি স্বরুপ সরকার আমাকে/আমার .....কে..... খেতাবে ভূষিত করেন (গেজেট নং ..... তাং .....)।

সরকারী সিদ্ধান্তের আলোকে একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে/খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার/ উত্তরাধিকারী (.....) হিসাবে সম্মানী ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করছি। আপনার জ্ঞাতার্থে আমার/খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অত্রসাথে সংযোজিত তথ্য ফরমে লিপিবদ্ধ করা হল।

নিবেদক,

আবেদনকারীর নাম: .....

মুক্তিযোদ্ধার নাম: .....

পিতা/স্বামীর নাম: .....

গ্রাম: .....

থানা/উপজেলা:.....

জেলা:.....

সংযুক্তিঃ

নিম্নে বর্ণিত কাগজ পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংযুক্ত করতে হবে।

১. তথ্য ফরম-

২. পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা ৬ কপি সত্যায়িত ছবি;

৩. গেজেট, সাময়িক সনদ ও খেতাবের সনদের সত্যায়িত অনুলিপি;

৪. নাগরিকত্ব সনদ [চেয়ারম্যান/পৌর মেয়র/কমিশনার প্রদত্ত];

৫. জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

৬. উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত) ওয়ারিশ সনদ, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সনদ এবং

৭. উত্তরাধিকারীদের বয়স প্রতিপাদনের জন্য জাতীয় পরিচয় পত্র/শিক্ষা সনদ (এসএস সি/দাখিল/সমমান)/ জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি।

সংশ্লিষ্ট অফিসের নাম

.....

.....

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার তথ্য ফরম ঃ

ছবি

১. (ক) আবেদনকারী/কারিনীর নাম: ..... (খ) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সাথে সম্পর্ক:.....

২. (ক) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার নাম: ..... (খ) খেতাব: .....

৩. পিতার নাম: ..... ৪. মাতার নাম: .....

৫. **স্থায়ী ঠিকানা:**

গ্রাম/মহল্লা:.....

ডাকঘর: .....

থানা/উপজেলা:.....

জেলা: .....

টেলিফোন/মোবাইল নং:.....

৬. **বর্তমান ঠিকানা:**

গ্রাম/মহল্লা: .....

ডাকঘর: .....

থানা/উপজেলা: .....

জেলা: .....

টেলিফোন/মোবাইল নং: .....

ই-মেইল (যদি থাকে): .....

৭. শিক্ষাগত যোগ্যতা: .....

৮. মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের পেশা: .....

৯. বর্তমান পেশা.....

১০. বৈবাহিক অবস্থাঃ বিবাহিত/অবিবাহিত/বিধবা/তালাক প্রাপ্তা।

১১. খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার গেজেট নম্বর:.....

১২. খেতাবের সনদ নম্বর:.....

১৩. জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর:.....

১৪. সরকারের অন্য কোন উৎস হতে ভাতা/সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য:- [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

(ক) সংস্থার নাম :.....(খ) ভাতার পরিমান :.....

(গ) অন্যান্য সুবিধাদি :.....

১৫. পরিবারের বিবরণ (পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ভাই-বোনদের নাম):- সম্ভব হলে গ্রুপ ছবি সংযুক্ত করা যেতে পারে (আবশ্যকীয় নয়)।

নং	নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	বর্তমান পেশা	মন্তব্য
(ক)					
(খ)					
(গ)					
(ঘ)					
(ঙ)					
(চ)					

(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যাবহার করা যাবে; সন্তানদের জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে)।

বর্ণিত সকল তথ্যাদি সম্পূর্ণরূপে সত্য বলে ঘোষনা করছি এবং মিথ্যা প্রমানিত হলে আইনত দায়ী থাকবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(নাম :.....)